আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা

রংপুর বিভাগীয় কর্মশালা

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বেগম রোকেয়া মিলনায়তন, আরডিআরএস, রংপুর

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রংপুর জেলার আরডিআরএস এর বেগম রোকেয়া মিলনায়তনে 'আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রচারণা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় রংপুর বিভাগের ৮টি জেলা থেকে স্থানীয় এনজিও, আইএনজিও প্রতিনিধি, ডোনার সংগঠনের প্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। পরিচিতি পর্ব সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ। কর্মশালাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কে এম আব্দুস সালাম। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন আরডিআরএস এর সাবেক পরিচালক মঞ্জুশ্রী সাহা, মেট্রোপলিটন চেম্বার এন্ড কমার্স রপুরের সভাপতি মোহাম্মদ রেজিউল ইসলাম মিলন, স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক মো. আশরাফুল ইসলাম, অক্সফামের শামনাজ আহমেদ, আরডিআরএস এর পরিচালক হুমায়ুন খালেদ এবং এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন।

রংপুর: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

জাতীয় সংগীতরে মাধ্যমে দনিরে অধবিশেন শুরু হয়। এরপরই সঞ্চালক কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল ইসলাম চৌধুরী দনিরে কর্মসূচি বর্ণনা করনে। আলোচনার শুরুতইে তনিি গ্রান্য বারগনে এর বষিয়বস্তু এ প্রক্ষাপট বর্ণনা করনে। তনিি বলনে এই গ্রান্ড বারগনেরে মূল লক্ষ্য ছলিো স্থানীয়করণ। তনিি কর্মশালায় আলোচতি গ্রান্ড বারগনে, চার্টার ফরচইেঞ্জ, ডভেলেপমন্টে এফকেটভিনসে ইত্যাদি বষিয়ে প্রাথমকি ধারণা প্রদান করনে। তনিি

অংশগ্রহণকারদিরে নজিদেরে উদ্যোগে অনকে কছিু জানতে জানতে বলনে কারন এখনকার এনজওি-সএিসওরা নলজে লডিার না হলে পছিয়িে পরতে হব।ে

তনিি আরো বলনে ঢাকায় ১৯ আগষ্ট ২০১৭ তে একটি সভায় ৩২টি আইএনজওি ও ইউএন সংস্থার উপস্থতিতিে আমরা আঠারো দফা প্রত্যাশা দয়িছে।ি এটা এখানইে শষে নয়। এই কর্মশালা গুলোর মাধ্যমে এ দফাগুলো পরবির্তত, পরমিার্জতি হবার সুযোগ আপনাদরে কাছে থাকছ।ে আমরা আশা করছি এবছররে অক্টোবররে ২০ তারখিে ঢাকায় এবং আগামী বছররে এপ্রলি মাসে আমরা আশা করি নরি্বাচন পরবর্তী নতুন সরকাররে সাথে আমরা আবার সমাবশে করব।ো

রজোউল করমি চৌধুরী রাষ্ট্র, বাজার ও সভিলি সোসাইটি এই ত্রমিাত্রকি উপাদান এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করনে। তনিি বলনে এই তনিটি অনুষঙ্গ ঠকিমত কাজ করলে সমাজ ভালভাবে কাজ করব।ে সভিলি সোসাইটি-এসজওি রাষ্ট্র ও বাজাররে বাইরে তৃতীয় ধারা হসিবে নজিরো স্ব-উদ্যোগী হয়ে কাজ করে যাচ্ছনে।

মঞ্জুশ্রী সাহা তার বক্তব্যে এনজিও-সিএসও, সরকার ও দাতাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন সমাজের উন্নয়নে একত্রে কাজ করা ও স্থানীয় এনজিওর স্বক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা জরুরী।

মেট্রোপলিটন চেম্বার এন্ড কমার্স রপুরের সভাপতি মোহাম্মদ রেজিউল ইসলাম মিলন তার বক্তব্যে বলেন, ‘আত্মমর্যাদা বিষয়ক আজকের কর্মশালার মাধ্যমে আপনারা আগামীতে দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা ব্যবসায়ী সমাজ আপনাদের সহযোগিতা করে যাবো।’

স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক মো. আশরাফুল ইসলাম তার বক্তব্যে সরকার, এসজিও ও অন্যান্য সংগঠনের প্রসঙ্গ তুলে সবার একসাথে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি সবাইকে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

অক্সফামের কর্মকর্তা শামনাজ আহমেদ আয়োজক সংগঠনদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অক্সফাম সকলকে সমান মর্যাদাপূর্ণ একটি সমাজের জন্য কাজ করছে। আমরা আত্মমর্যাদাশীল সমাজ গঠনের পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্ব গঠনের কথা চিন্তা করি। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ভূমিকা অনেক।

আরডিআরএস এর পরিচালক হুমায়ুন খালেদ স্থানীয়করণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, উন্নয়ন এবং স্বক্ষমতা যদি স্থানীয়ভিত্তিক না হয় তাহলে জাতীয় উন্নয়ন কখনো স্বক্ষম ও সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না। সাধারণত আইএনজিও ও দাতা সংস্থার সাথে কাজ করতে গেলে মধ্যবর্তী ব্যয় হয়ে থাকে। এই আয়োজনে মধ্যবর্তী ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটা একটা ভাল দিক। যাদের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ তাদের জন্যই সেটি ব্যয় করা দরকার। আমাদের প্রত্যাশা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেয়া হবে। কারন স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় ডিজাইন সবচেয়ে ভাল হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারলে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যহত থাকবে।

এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন বলেন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এই লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উন্নয়ন কর্মকান্ডে কাউকে বাদ না দেয়ার কথা বললেও যোগ্যতা না থাকার অজুহাতে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে বাদ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় এনজিওগুলো যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। দেশে যে ফান্ড আসে সেখানে স্থানীয় সংগঠন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তিনি স্থানীয় সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, স্থানীয় সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি একদিনে হবে না, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। আর সরকারি অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সংগঠনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। এছাড়া স্থানীয় রিসোর্স মোবিলাইজ করার জন্য কাজ করা দরকার। স্থানীয় ফান্ডগুলোকে স্থানীয় সংগঠনের সাধ্যমে খরচ করার জন্য সরকারি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হল, নিজ এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সংগঠনের এক ধরণের অধিকার আছে। আর ফান্ডিং প্রক্রিয়ার কারনে ছোট সংগঠন বঞ্চিত হয়, ছোট সংগঠনগুলো বড় সংগঠনের অনুগামী হয়ে যায়।

প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন সভাপতি ও স্থানীয়করণ বিষয়ক রংপুর বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক আকবর হোসেন বলেন, এনজিওদের অনেকেই ডোনার নির্ভর কিন্তু ফান্ড কমে যাবার কারণে এখন ছোট এনজিওদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। সরকার ও এনজিও ব্যুরো উদ্যোগ নিলে এর সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। আর এই কর্মশালার মাধ্যমে সিএসও-এনজিও অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কে এম আব্দুস সালাম বলেন, বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরণত হচ্ছে সেই বিষয়টি আপনাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের জিডিপি বেড়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, মাতৃমৃত্যু শিশুমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে, যেকোন সূচকেই আমাদের উন্নয় ঘটেছে।‘ তিনি বলেন, খুব কম সংখ্যক এনজিওই বিদেশী ফান্ড নিয়ে কাজ করছে, বাকী এনজিওগুলোর অনেকেই এদের সাথে কাজ করে। অনেকেই এনজিওর বর্তমান অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। কিন্তু বর্তমান সময় আইটি, ডিজিটাল সময়, এখন আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারেন।

তার বক্তব্যের শেষে তিনি কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

শুরুতেই এই কর্মশালার নীতিমালা ও মুল্যবোধ উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারি পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

অংশীদারিত্বের নীতিমালা:

উপস্থাপনা করেন শওকত আলী টুটুল, সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট।

অংশীদারিত্ব নীতিমালার ভিত্তি:

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালন, পার্টনার এনজিওদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট জবাবদিহিতা।

২. মতামতের ভিন্নতা প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এগুলিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব গঠন, তা ধরে রাখা এবং উন্নয়ন।

অংশীদারিত্বের পাঁচ নীতিমালা:

১. স্বচ্ছতা:

- সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পারিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদান এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- যোগাযোগ এবং আর্থিকসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা সংস্থাসমূহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি।

২. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৩. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৪. দায়িত্ব:

- সততার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক উপায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- এসব প্রতিশ্রুতির অপব্যবহার সার্বিকভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

৫. সম্পূরক মনোভাব:

- সংগঠনসমূহ ভিন্নতা তখনই সম্পদ হবে যখন একে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিবে এবং পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা অন্যতম একটি সম্পদ যা তৈরি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- যখনই সুযোগ আসবে মানবিক কর্মকাণ্ডে একে সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ভাষা ও কৃষ্টি অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

রাজনৈতিকি দল নিয়ে নিয়ে আলোচনায় পিএনএস এ জিয়া (.....) বলেন, এনজিওগুলো এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন করতেই পারে। আর রাজনৈতিকরণের মাধ্যমেও আমরা যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করছি সেটা করা সম্ভব। এর বাইরে রাজনীতির সাথে আমরা সম্পৃক্ত না থাকলে অনেক

ধরণের কাজ করা যাবে না। যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমান আউটস্ট্যান্ডিং না থাকলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটর রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায় না, আবার রেজিস্ট্রেশন না থাকলে মাইক্রোক্রেডিট পরিচালনা করা যাবে না। তাহলে ছোট সংগঠনগুলো কিভাবে চল্লিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পৌঁছাবে। এজন্য সিএসও প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থাকা উচিত।

এর জবাবে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রাজনীতি করা যাবে কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা যাবে না। আমরা কোন দলীয় এজেন্ট নই। আমরা সমতার জন্য রাজনীতি করছি, আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের রাজনীতি করছি, মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু আমরা কোন দলের লোক নই।

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিল সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরও ছিল স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।

এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grznd Bargain"। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

সই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল আরও কার্যকরী করতে ১০ টি মুল কর্মস্রোতের আওতায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

কর্মস্রোতসমূহ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা

২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান

৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন

৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা

৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

দিনাজপুরের আব্দুল হামিদ বলেন, আমরা এনজিওর কেই মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে নেওয়া, কেউ সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে আবার কেউ এনজিও ব্যুরো থেকে নেওয়া । এখনে কোন সরলীকরণ করা যায় কিনা, যে আমরা যে কেউই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই আবেদনগুলো করতে পারি কিনা। জাবাবে শওকত আলী টুটুল বলেন সরকারের তরফ থেকেও চেষ্টা হচ্ছে একটা রেজিস্ট্রেশনের আওয়ায় সবগুলো এনজিওকে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।

ফিরোজা বেগম

লালমিনিরহাট ফিডা'র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম বলেন, যারা ফান্ড দিচ্ছে প্রকল্পো হয়তো ৫ লাখ টাকা, কিন্তু এই প্রকল্প ভিজিটের জন্য ওনারা কোটি টাকার গাড়িতে ভিজিট করতে আসছেন। অথচ আমাদের কারেন্টের ৫০০ টাকাও ওনারা দিতে চান না। এগুলো আমাদের কষ্টের বিষয়। আবার জেলা পর্যায়ে যখন কোন ওয়ার্কশট হচ্ছে তখন তারা দামি ব্যাগ নিচ্ছে, অনারিয়াম নিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার আমাদের ক্ষেত্রে বলে ১৫০ টাকার মধ্যে খাওয়াতে হবে, ৩৫ টাকার মধ্যে ফোল্ডার দিতে হবে। এই জায়গাগুলোতে আমরা অনেক কষ্ট পাই। আমরা ছোট এনজিওগুলো প্রশাসনের লোকজনদের দেখা উচিত। রেজাউল করিম চৌধুরী এই কথাগুলো যখন ডোনারদের সাথে আলোচনা হবে তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে উল্লেখ করার জন্য বলেন। শওকত আলী টুটুল বলেন এই কথা বলার সাহস করতে হলে আমাদের সকল এনজিওকে একতাবদ্ধ হয়ে অভিন্ন বক্তব্য থাকতে হবে।

কুড়িগ্রামের জীবীকা এর পরিচালক মানিক চৌধুরী বলেন অনেক সময় অনেক ডোনারের সাথে কাজ করার অনেকদিন পরে ডোনারদের অনেকেই ক্যাপাসিটি তৈরি না হওয়ার অজুহাতে অন্য এনজিওকে উন্নয়ন সহযোগী করেন। তাহলে যে স্থানীয় এনজিওর সাথে এতদিন কাজ করা হলো তার ক্যাপাসিটি কেন তৈরি করা হলো না এই প্রশ্ন আমাদের। আর স্থানীয় পর্যায়ে যেমন বাঁশ কেনার ভাউচার দেয়া সম্ভব না। তাহলে এ ধরণের বিষয়কে অদক্ষতা বলা উচিত নয়।

রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন আমরা সবকিছু ইতিবাচকভাবে দেখবো। অভিযোগ বা দোষারপ করে আমরা কোনকিছু অর্জন করতে পারবো না।

নীলফামারীর ইউএসএসের নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দীন আলী বলেন এখানে সরকারকেও সমৃক্ত করা হয়েছে। আগামীতে কি ধরণের কর্মসূচি নেয়া হবে সেটা গুরুত্বপুর্ণ। রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আমরা আপনাদের কাছে দাতাদের কয়েকটা প্রতিশ্রুতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এগুলো থেকে আপনারা দাতাদের সাথে কথা বলে আপনাদের সমাধান বের করে নিতে পারবেন।

কুড়িগ্রামের এএফএডির নির্বাহী প্রধান সাইদা ইয়াসমিন বলেন, তাদের প্রতিশ্রতি অনুয়ায়ী স্থানীয় সংগঠনের চাহিদা আমরা কিভাবে পূরণ করবো সেই কৌশল আমাদের চিন্তা করে বের করতে হবে।

রংপুরের সীড সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সারথি রানী সাহা বলেন.স্থানীয় এনজিও যে অনুভূতির জায়গা থেকে করা হয়, আমরা যদি ডোনার ও আইএনজিওদের এটা বোঝাতে পারি তাহলে মনে হয় আমাদের মধ্যে আর কোন গ্যাপ থাকবে না। এ প্রসঙ্গে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো স্থানীয়করণ বিষয়ে অনেক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে আচরন পরিবর্তনে সময় লাগবে।

সারথি রানী সাহা

ছামসুন নাহার মিলি

জাগো নারী প্রগতি সংস্থার নির্বহী পরিচালক ছামসুন নাহার মিলি বলেন, আমরা যারা স্থানীয় এনজিও আছি তারা ছোট ছোট কাজগুলো কোন কিছুর বিনিময়ে করি না, দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই করি। এখানে দেখা যায় ওই কাজগুলোর মধ্যেই অনেক ধরণের সুযোগ থাকে। আর দাতাগোষ্ঠীর সহযোগীতা থাকলে আমরা আরও বেশি কাজ করতে পারবো।

রংপুরের স্যাডোর নির্বাহী পরিচালক সরওয়ার জামিল খন্দকার বলেন, আমাদের কয়েকটি নেটওয়ার্ক আছে, কিন্তু আমাদের একটি কমন ফোরাম দরকার। সেই জায়গায় কিভাবে আসা যায় সেটা নিয় ভাবা উচিত।

চার্টার ফর চেইঞ্জ

উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

বরকত উল্লাহ মারুফ তার প্রেজেন্টেশনে দাতা সংস্থার ফান্ড দেয়ার কারন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ডোনারদের ফান্ড নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডোনারদের থিমের থেকে স্থানীয় অর্গানাইজেশনের চাহিদার ভিত্তিতে ফান্ড ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। চার্টার ফর চেইঞ্জ এ ৪৩টি দেশের ১৫০ টি দাতা সংস্থা ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছে। সেগুলো হল।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা

২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা

৩. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা

৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা

৫. দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া

৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় :

৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

৮. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ

তহবিল কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আলোচনায় এইড মূলত দানের থেকে বেশি বাণিজ্যিক। বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিওর জন্য ইস্তাম্বুল প্রিন্সিপ্যাল তৈরি করা হয়। GPEDC এর প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা নৈতিক শক্তি অর্জন করেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা ন্যয্যতাভিত্তিক পুণর্বণ্টনের জন্য দাবি করতে পারছি।

তহবিল কার্যকারিতা	উন্নয়ন কার্যকারিতা:
▪ দাতব্য	▪ ন্যায়বিচার ভিত্তিক
▪ দারিদ্রের লক্ষণ নিয়ে কাজ করা	▪ দারিদ্রের মূল কারণ নিয়ে কাজ
▪ মানব চাহিদা	▪ মানব অধিকার

- ট্রিকল ডাউন
- স্বল্প মেয়াদী ফল
- দাতা সংস্থা চালিত
- নারী সমতা
- কর্মসংস্থান
- অরাজনৈতিক সেবা প্রদান
- সমতাভিত্তিক বণ্টন
- দীর্ঘমেয়াদী ফল
- সকল উন্নয়ন অংশীদার চালিত
- জেন্ডার সমতা/ সাম্যতা
- মর্যাদাপূর্ণ কাজ
- রাজনীতিই ক্ষমতা

দলীয় কাজ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় যাতে তারা আলোচনা করে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে নিজেদের মতামত ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারেন।

দল ১: গ্র্যান্ড বার্গেইন-লোকালাইজেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সর্বোপরি সরকারে নিকট আমাদের কি কি প্রত্যাশা আছে, তা নিজেদের দলে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরি করা। এবং বড় দলে উপস্থাপন করে সবার মতামত নিশ্চিত করা।

রংপুর বিভাগীয় কর্মশালা: দলীয় কাজ

দল ২: নিজেদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে ও যাদের জন্য কাজ করছি তাদের প্রতি, দেশের আইন কানুনের প্রতি, এবং যারা তহবিল দিচ্ছে ও ব্যবস্থাপনা করছে (দাতা সংস্থা ও দাতাদেশের জনগণ, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও) তাদের প্রতি নিজেদের জবাবদিহি করার জন্য আমরা নূন্যতম কি কি করতে পারি। এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র তৈরি করা। এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরও উন্নয়ন করা।

দল ৩: স্থানীয় এনজিও- সিএসওদের মাঝে সমন্বিত ঐক্য তৈরি করার জন্য কি কি করা যায়? একটি সমঝোতা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরও সমৃদ্ধ করা।

দল -০১ এর সুপারিশমালা:

১. বাংলা ভাষায়

২. স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় এনজিও

৩. স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের ২৫%

৪. অনুদান গ্রহণের সহজলভ্যতা

৫. দেশীয় অনুদান/ফান্ড NGO ব্যুরো নিবন্ধন ছাড়া গ্রহণের সুবিধা

৬. NGO-দের সমতার ভিত্তিতে দেখা

৭. নিবন্ধন নবায়নে জটিলতা নিরসন/সহজলভ্যতা

৮. দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চাই

৯. মূল প্লাটফর্ম ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে হবে

দল -০২ এর সুপারিশমালা:

ক. উপকারভোগীদের প্রতি:

১. সকল কাজে সম্পৃক্ত করা

২. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা (আর্থিক)

৩. মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা

খ. সরকারের প্রতি:

৪. সকল তথ্যাদি অবহিত করণ

৫. অগ্রগতি নিয়মিতভাবে জমা প্রদান

৬. মূল্যায়ন ও পরীক্ষণে সম্পৃক্ত করা

৭. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

গ. দাতা সংস্থার প্রতি:

৮. অনুমোদিত কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পাদিত করা

৯. সময় মত আর্থিক ও অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা

১০. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

১১. যোগাযোগ নিয়মিত রাখা

দল -০৩ এর সুপারিশমালা:

১. সিএসও এবং এনজিওদের সক্রিয় তালিকা প্রস্তুত

২. সম্পর্ক উন্নয়নে আলোচনা সভা

৩. আহ্বায়ক কমিটি গঠন

৪. অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৫. স্থানীয় সম্পদ মোবিলাইজিং

৬. স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের কাছ জবাবদিহিতা

৭. আহ্বায়ক কমিটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

রংপুর: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

দলীয় উপস্থাপনার শেষে সমাপনী অধিবেশনে সকল জেলা থেকে আগত নারী নেতৃগণ মঞ্চে উপবেশন করেন এবং সারাদিনের কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও শিক্ষণ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে কর্মশালাটির শেষ হয়।